তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও এ পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষার কোনো খবর নেই। এ যেন দায়িত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ। এদিকে পত্রিকার খবর হচ্ছে— প্রাথমিক শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটছে। চাহিদামাফিক বেশিরভাগ স্কুলে শিক্ষক নেই। কেন এ অবস্থা? এ অবস্থার কি পরিবর্তন হবে না? প্রশ্ন ফাঁস সম্ভাবনায় যে পদ্ধতিতে জেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে সেজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। এভাবে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সবগুলো জেলায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব। অথচ বছরের পর বছর নিয়োগ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এটা কোনো নিয়ম হতে পারে? যেহেতু এই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাটা হয় ওএমআর পদ্ধতিতে অর্থাৎ এমসিকিউ পদ্ধতিতে; সুতরাং পরীক্ষা নেওয়া এবং খাতা মূল্যায়নের সময়ও এক সপ্তাহ-ই যথেষ্ট। অনর্থক দীর্ঘ সময় নেওয়া সমীচীন নয়। অতএব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, ভাইভা এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সেইসঙ্গে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হোক।

মোছা. উম্মে জামিলা ঊর্মি,
সহকারী শিক্ষিকা, সিটি রেসিডেনসিয়াল স্কুল মডার্ন মোড়,
ডাকঘর: ক্যাডেট কলেজ, কোতয়ালী, রংপুর